# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৭-২০১৮

## ভর্তি নির্দেশিকা

### ইউনিট পরিচিতি

### A ইউনিট

(বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট
জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ)

### B ইউনিট

(কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট)

### C ইউনিট

(ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ)

### D ইউনিট

(সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ
শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগ)

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
## C ইউনিট
## শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৭-২০১৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের C ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। বিবিএ প্রোগ্রাম ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

**ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সকালঃ ১০:০০ টা**

১। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতীত)।

| অনুষদ | ভর্তির বিভাগ | সাধারণ আসন সংখ্যা |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ | একাউন্টিং বিভাগ | ৯৩ |
| | ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | ৬৫ |
| | ফাইন্যান্স বিভাগ | ৯৩ |
| | মার্কেটিং বিভাগ | ৭৭ |
| | হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | ৫০ |
| | ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ | ৭০ |
| | মোট | ৪৪৮ |

**২। ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতাঃ**

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা C ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের হিসাব বিজ্ঞানসহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা C ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৪ সালের বা তৎপরবর্তী সালের জিসিই ‘ও’ লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে ‘সি’ গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৭ সালের জিসিই ‘এ’ লেভেল (বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেড ও ২টি বিষয়ে ‘সি’ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা C ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। C ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

| অনুষদ/ইনস্টিটিউট | বিভাগ/বিষয় | সাধারণ যোগ্যতা | উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর) |
|---|---|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ | একাউন্টিং বিভাগ | -- | -- | ইংরেজি-৮<br>হিসাব বিজ্ঞান-১২<br>ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২ |
| | ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | | -- | ইংরেজি-৮<br>হিসাব বিজ্ঞান-১২<br>ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২ |
| | ফাইন্যান্স বিভাগ | | -- | ইংরেজি-৮<br>হিসাব বিজ্ঞান-১২<br>ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২ |
| | মার্কেটিং বিভাগ | | -- | ইংরেজি-৮<br>হিসাব বিজ্ঞান-১২<br>ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২ |
| | হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | | -- | ইংরেজি-৮<br>হিসাব বিজ্ঞান-১২<br>ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২ |
| | ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ | | -- | ইংরেজি-৮<br>হিসাব বিজ্ঞান-১২<br>ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২ |

৪। C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

| বিষয় | নম্বর |
|---|---|
| ইংরেজি | ৩০ |
| হিসাব বিজ্ঞান | ৩৫ |
| ব্যবসায়ী নীতি ও প্রয়োগ<br>(কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং ও বীমা) | ৩৫ |
| মোট | ১০০ |
| পাশ নম্বরঃ ৪০ | |

**৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ**

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

C ইউনিটে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৯৩

মোবাইল নম্বরঃ 01555555137

**হেল্প ডেস্কঃ** (সকাল ৯:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত)

আইসিটি কেন্দ্র, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৫৯

E-mail: admission@cu.ac.bd

মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

**২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির নিয়মাবলীঃ**

| | |
|---|---|
| ১. | এক ঘন্টা ব্যাপী একশত নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে নেয়া হবে। তবে চারুকলা ইনস্টিটিউট, নাট্যকলা, সংগীত এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা MCQ এবং ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে নেয়া হবে। |
| ২. | ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদূর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদূর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। |
| ৩. | প্রশ্নপত্র (ইংরেজি বিষয় ছাড়া) সাধারণত বাংলায় প্রণীত হবে। তবে কোন ইউনিটে ইংরেজি মিডিয়ামের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী থাকলে তাদের জন্য সেই ইউনিটে বাংলা প্রণীত প্রশ্নপত্রের ইংরেজি অনূদিত প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে। |
| ৪. | জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে যারা ইংরেজি মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে, তাদের মধ্যে যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা ইংরেজি মাধ্যমে দিতে আগ্রহী তাদেরকে প্রবেশপত্র সংগ্রহপূর্বক প্রবেশপত্রের ফটোকপিসহ ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে আবেদন করতে হবে।<br>GCE O/A লেভেলের শিক্ষার্থী ও ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্র সংগ্রহপূর্বক প্রবেশপত্রের ফটোকপিসহ ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে যোগাযোগ করে সিট প্ল্যান নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে। |
| ৫. | ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে অথবা চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইট থেকে (http://admission.eis.cu.ac.bd) জেনে নিতে হবে। চিঠির মাধ্যমে কোন প্রার্থীকে কিছু জানানো হবে না। |
| ৬. | ভর্তি পরীক্ষার সিট প্ল্যান স্ব স্ব ইউনিট অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) প্রচার করা হবে। ছাত্র/ছাত্রীকে নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত কক্ষ নম্বর ও আসন সম্পর্কিত তথ্য জেনে নিয়ে পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট কক্ষ ও আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে। |
| ৭. | ভর্তি পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে থেকে বিস্তারিত আসন বিন্যাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) দেখা যাবে। এছাড়া আবেদনকারী প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএস এর মাধ্যমে নিজ নিজ আসন বিন্যাস জানতে পারবেন। |
| ৮. | ভর্তি পরীক্ষার সময় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি এবং ডাউনলোডকৃত দুই কপি প্রবেশপত্র পরীক্ষার হলে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। |
| ৯. | ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে। উত্তরপত্রের বৃত্তগুলো শুধুমাত্র কালো কালির বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে, যাতে বৃত্তের লেখাগুলো দেখা না যায়। অন্য কালি দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা যাবে না। |

| | |
|---|---|
| ১০. | ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। তাই এটি ভাঁজ করা বা ষ্টাপল করা বা এর সাথে কিছু যুক্ত করা বা এতে কোন অবাঞ্চিত দাগ দেয়া যাবে না। |
| ১১. | উত্তরপত্রে Roll No. ও Serial No. না লিখলে বা ভুল লিখলে বা ঘষামাজা করলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। |
| ১২. | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে সকল ইউনিটের ভর্তি প্রার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে সাধারণ মানের (মেমরী অপশন ব্যতিত) ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর মোবাইল ফোন, Calculator with Memory Option, Electronic Device সম্বলিত ঘড়ি ও কলম বা যে কোন ধরনের Device সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন প্রার্থীর কাছে এরূপ যে কোন প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, প্রার্থী ব্যবহার করুক বা না করুক প্রার্থীকে বহিস্কার করা হবে। |
| ১৩. | কোন প্রার্থী অন্যের ছবি/নম্বরপত্র ব্যবহার করলে অথবা অন্য যেকোন অসদুপায় অবলম্বন করলে তার পরীক্ষা বাতিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| ১৪. | প্রক্সির মাধ্যমে কেউ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলে তার ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোর্পদ করা হবে। |
| ১৫. | ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে এমনকি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং/ অথবা ভর্তি পরীক্ষা এবং/অথবা বিভাগ/বিষয় মনোনয়ন বাতিল হবে। |
| ১৬. | মেধাস্কোরের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা তালিকা ও ফলাফল ভর্তি পরীক্ষার পরে যথোপযুক্ত দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) পাওয়া যাবে। |
| ১৭. | মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে বিষয়/বিভাগ Choice ফরম পূরণ করতে হবে। বিভাগ পছন্দের ক্ষেত্রে অনলাইনে যে বিভাগগুলো প্রদর্শিত হবে সেখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত সব কয়টি বিভাগই পছন্দের তালিকায় থাকতে হবে।<br>পরবর্তীতে Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধাক্রম ও ভর্তির যোগ্যতা অনুসারে বিভাগ বন্টনের তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে। উক্ত তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটেও (http://admission.eis.cu.ac.bd) দেখা যাবে। এ ছাড়া ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে তার জন্য নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্দসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে উপস্থিত হতে হবে। চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্দ জমা রাখা হবে। |
| ১৮. | ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে ভর্তি ফরমের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে। তাছাড়া অভিভাবকের বাৎসরিক আয়ের সনদপত্রও জমা দিতে হবে। |
| ১৯. | ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। |

| | |
|---|---|
| ২০. | ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। |
| ২১. | **কোটায় ভর্তির নিয়মাবলীঃ** |
| | এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে সাধারণ আসন ছাড়াও নিম্নোক্ত পর্যায়ের কোটায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে। সাধারণ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির যে যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের একই যোগ্যতা থাকতে হবে। এছাড়াও নিম্নে যে কোটার জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাদের তাও অবশ্যই পূরণ করতে হবে।<br>শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়া অন্যান্য সকল কোটায় ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৫ নম্বর পাবে তাদেরকে উত্তীর্ণ হিসেবে গন্য করা হবে। এক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক পাশের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।<br>ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীরা সকল অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-সন্তুতি, নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি), অ-উপজাতি, ওয়ার্ড, বিকেএসপি এবং দলিত জনগোষ্ঠী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ এ ভর্তির জন্য অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগে এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। শিক্ষা অনুষদের অন্তর্গত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। |
| (ক) | **মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-সন্ততি কোটাঃ** |
| | এ কোটায় ভর্তির বেলায় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র/কন্যাদের ভর্তি করা হবে। এ কোটায় উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যাদের (নাতি/নাতনি) আলাদাভাবে মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি/নাতিনীকে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।<br>এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদেরকে তাদের পিতা-মাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদপত্রের মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং যথাযথ ওয়ারিশ সনদ সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। যাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সনদ নেই কিন্তু সনদের জন্য আবেদন করেছে তাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক |

| | |
|---|---|
| | ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। তবে ভর্তির সময় অবশ্যই সনদের মূলকপি দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল সনদপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে ভর্তি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।<br>মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-সন্ততি কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদপত্রের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস  একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন। |
| (খ) | **ওয়ার্ড কোটাঃ** |
| | এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত এবং যে কোন প্রকার ছুটিতে থাকা (পিআরএলসহ) শিক্ষক/অফিসার/ কর্মচারীদের সন্তান (পোষ্য ছাড়া) এবং স্বামী/স্ত্রীকে ওয়ার্ড হিসেবে গন্য করা হবে। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক/অফিসার/কর্মচারীদের সন্তান বা স্বামী/স্ত্রীকে উক্ত মৃত্যুবরণকারীর চাকুরীর বয়সসীমা পর্যন্ত ওয়ার্ড হিসেবে গন্য করা হবে।<br>এ কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।<br>এ পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী যে বিভাগ/অফিস/ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন সে বিভাগীয় সভাপতি/অফিস প্রধান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নিকট হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে। |
| (গ) | **নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটাঃ** |
| | এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীকে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন্ নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি)/জাতি গোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করে তা সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে।<br>এ কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া হবে।<br>নৃ-গোষ্ঠী কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত  সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন। |
| (ঘ) | **অ-উপজাতি কোটাঃ** |
| | পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীরা এ কোটায় অন্তর্ভূক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাদের স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সনদপত্র গ্রহণ করে তা অবশ্যই সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।<br>অ-উপজাতি কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত অ-উপজাতি সনদের কপি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন। |
| (ঙ) | **বিকেএসপি কোটাঃ** |
| | এ কোটায় শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের কপি সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে। |